পানিয়াম - নম্বর তিন

দর্শন ও নির্ধারিত সময়: একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাদৃশ্য

Jeff Pippenger
2025-02-28

দশ কুমারীর দৃষ্টান্তটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসে অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। হাবাক্কূকের দ্বিতীয় অধ্যায় দৃষ্টান্তটির মর্ম তুলে ধরে, যখন তা সেই দর্শনটিকে চিহ্নিত করে যা শেষে কথা বলে।

> আমি আমার প্রহরাস্থানে দাঁড়াব, এবং বুরুজে উঠব; তিনি আমাকে কী বলবেন, এবং আমাকে তিরস্কার করলে আমি কী উত্তর দেব, তা দেখবার জন্য আমি সতর্কে নজর রাখব। আর প্রভু আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, ‘দর্শনটি লিখ, এবং ফলকে স্পষ্ট করে লিখে দাও, যাতে যে পড়ে, সে দৌড়াতে পারে। কারণ দর্শনটি এখনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য; কিন্তু শেষে তা কথা বলবে, মিথ্যা বলবে না। যদিও তা বিলম্ব করে, তবু তার জন্য অপেক্ষা কর; কারণ তা নিশ্চয়ই আসবে, বিলম্ব করবে না। দেখ, যে অহংকারে উঁচু হয়েছে, তার প্রাণে সততা নেই; কিন্তু ধার্মিক জন তার বিশ্বাস দ্বারা বাঁচবে।’ হাবাক্কূক ২:১-৪।

দানিয়েলের গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের সাতাশতম পদও "নির্ধারিত সময়" চিহ্নিত করে।

> আর এই দুই রাজার হৃদয় থাকবে অনিষ্ট করার দিকে, এবং তারা এক টেবিলে বসে মিথ্যা বলবে; কিন্তু তা সফল হবে না: কারণ শেষটি নির্ধারিত সময়েই হবে। দানিয়েল ১১:২৭।

রোম যে “দর্শন” প্রতিষ্ঠিত করেছে তা “একটি নির্ধারিত সময়ের” জন্য, এবং দুই রাজা, যাদের হৃদয় অনিষ্ট করতে উদ্দীপ্ত ও যারা একই টেবিলে বসে মিথ্যা কথা বলে, তারা একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পথচিহ্ন নির্দেশ করে যা দর্শন “কথা বলে” তার আগেই আসে। নির্ধারিত সময়ের আগে ওই দুই রাজা “মিথ্যা” বলে, আর নির্ধারিত সময়ে দর্শন যখন কথা বলে, তখন তা মিথ্যা বলে না। নির্ধারিত সময়টি যুক্তরাষ্ট্রের রবিবারের আইন, এবং টেবিলে অনুষ্ঠিত বৈঠকটি একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কালের সূচনা চিহ্নিত করে। “দর্শন” ইতিহাসে রবিবারের আইনের সময় পূর্ণ হয়, কিন্তু রবিবারের আইনের আগেই তা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি স্পষ্ট, কারণ বিশ্বস্তদের দর্শনের জন্য অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে, এবং তাদের সেই দর্শন প্রকাশ করতে বলা হয়েছে। দর্শনটি যদি এখনও প্রতিষ্ঠিত না হতো, তবে এর পরিপূর্তি ঘটার আগেই তারা তা প্রকাশ করতে পারত না।

জেরেমিয়াহ তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন যারা দর্শনের জন্য "অপেক্ষা" করেন:

> হে প্রভু, তুমি জানো; আমাকে স্মরণ কর, আমাকে পরিদর্শন কর, আর আমার নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে আমার প্রতিশোধ নাও; তোমার দীর্ঘসহিষ্ণুতা প্রদর্শনের সময় আমাকে যেন তুলে না নাও; জেনে রাখো, তোমারই কারণে আমি ধিক্কার সহ্য করেছি। তোমার বাক্যগুলি আমি পেয়েছিলাম, আর আমি সেগুলো খেয়ে নিয়েছি; আর তোমার বাক্য আমার হৃদয়ের আনন্দ ও উল্লাস হয়ে উঠেছিল, কারণ আমি তোমার নামে ডাকা হয়েছি, হে সেনাবাহিনীর প্রভু ঈশ্বর। বিদ্রূপকারীদের সমাবেশে আমি বসিনি, আনন্দও করিনি; তোমার হাতের কারণে আমি একা বসেছিলাম, কারণ তুমি আমাকে ক্ষোভে পূর্ণ করেছ। কেন আমার যন্ত্রণা অবিরাম, আর আমার ক্ষত আরোগ্যহীন, যা সুস্থ হতে অস্বীকার করে? তুমি কি সম্পূর্ণরূপে আমার কাছে এক মিথ্যাবাদীর মতো হবে,

> এবং এমন জলের মতো, যা শুকিয়ে যায়? অতএব প্রভু এইরূপ বলেন, তুমি যদি ফিরে আস, তবে আমি তোমাকে আবার ফিরিয়ে আনব, এবং তুমি আমার সামনে দাঁড়াবে; আর যদি তুমি নিকৃষ্টের মধ্য থেকে মূল্যবানকে পৃথক কর, তবে তুমি আমার মুখের মতো হবে; তারা যেন তোমার দিকে ফিরে আসে, কিন্তু তুমি তাদের দিকে ফিরে যেয়ো না। আর আমি তোমাকে এই জাতির বিরুদ্ধে এক দৃঢ় পিতলের প্রাচীর করে তুলব; তারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু তারা তোমাকে পরাভূত করতে পারবে না; কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি তোমাকে রক্ষা করতে ও মুক্ত করতে, প্রভু বলেন। আর আমি তোমাকে দুষ্টদের হাত থেকে উদ্ধার করব, এবং ভয়ংকরদের হাত থেকে তোমাকে ছাড়িয়ে নেব। যিরমিয়াহ ১৫:১৫-২১।

যুক্তরাষ্ট্রের রবিবারের আইনেই স্মরণের প্রতীকটি চিহ্নিত হয়। সেখানে সেই বিশ্রামদিন, যেটি সর্বদা স্মরণ রাখার কথা, চূড়ান্ত পরীক্ষার বিষয় হয়ে ওঠে। সেখানে ভুলে যাওয়া টাইরের সেই বেশ্যাকে আবার স্মরণ করা হয়। সেখানে ঈশ্বর বাবিলনের পাপ স্মরণ করেন এবং তাকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করেন।

যে মাইলফলকে কথা বলা নির্দিষ্ট, সেটিই যুক্তরাষ্ট্রের রবিবারের আইন, কারণ সেখানেই পৃথিবীর জন্তু ড্রাগনের মতো "কথা বলে"। ঐ একই মাইলফলকে বালামের ভবিষ্যদ্বাণীর ধারায় গাধাটিও "কথা বলে"। যখন বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্ম হয়, তখন তাঁর পিতা জাকারিয়াস, যিনি ঈশ্বরের দ্বারা কথা বলতে বাধাগ্রস্ত ছিলেন, "কথা বলেন"।

> অষ্টম দিনে তারা শিশুটির খতনা করতে এলো; এবং তার পিতার নাম অনুসারে তার নাম জাখারিয়া রাখল। তখন তার মা বললেন, তা নয়; তার নাম যোহন রাখা হবে। তারা তাকে বলল, তোমাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এ নামে কেউ নেই। তারা ইশারায় তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করল, শিশুটির কী নাম রাখতে চান। তিনি একটি লেখার ফলক চাইলেন এবং লিখলেন, 'তার নাম যোহন'। তখন সবাই বিস্মিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ খুলে গেল, তার জিহ্বা মুক্ত হলো, এবং তিনি কথা বললেন ও ঈশ্বরকে স্তুতি করলেন। লূক ১:৫৯-৬৪।

যুক্তরাষ্ট্রের রবিবারের আইন হলে পোপতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষত নিরাময় হয়, এবং সেটি সাতটিরই একটি অষ্টম রাজ্যে পরিণত হয়; তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প—তিনি সাতজনের মধ্যকার অষ্টম প্রেসিডেন্ট। একই সময়ে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে একটি নিশানের মতো উত্তোলিত করা হয়। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার হলো সাতটিরই একটি অষ্টম মণ্ডলী। রবিবারের আইনে আট সংখ্যাটি চিহ্নিত হয়, এবং অষ্টম দিনেই জনের খতনা হয়েছিল এবং জাকারিয়াস কথা বলেছিলেন। জাকারিয়াস নামের অর্থ হলো ঈশ্বর 'স্মরণ করেছেন'। রবিবারের আইন হচ্ছে সেই সত্যিকারের সবথের নকল, যেটি 'স্মরণ' রাখতে বলা হয়েছিল। রবিবারের আইনে টাইরের বেশ্যা 'স্মরণ' করা হয়। রবিবারের আইনের সময়ই ঈশ্বর বাবিলের পাপসমূহ 'স্মরণ' করেন এবং তার বিচার দ্বিগুণ করেন।

যিরমিয়াহ সেইসব লোকদের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা প্রথম হতাশার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং যে দর্শন বিলম্ব করে তার জন্য অপেক্ষা করেন। তিনি সেই বিশ্বস্তদের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা নির্ধারিত সময়ে, যখন দর্শন কথা বলে এবং মিথ্যা বলে না, তখন ঈশ্বরের মুখপাত্র হয়ে ওঠেন। নির্ধারিত সময়ে যে দর্শন কথা বলে, তার পূর্বে এক টেবিলে দুই রাজা একে অপরকে মিথ্যা বলে। ওই ঘটনা রবিবারের আইনের আগে ঘটে এবং অতএব তেরো থেকে পনেরো পদে বর্ণিত প্যানিয়ামের ইতিহাসে ঘটে, যা সেই একই সময়কাল, যখন "জনগণের ডাকাতরা" "দর্শন" প্রতিষ্ঠা করে।

> আর সেই সময়ে দক্ষিণের রাজার বিরুদ্ধে অনেকেই উঠে দাঁড়াবে; তোমার জাতির মধ্যে থাকা ডাকাতরাও দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে নিজেদের উচ্চ করবে; কিন্তু তারা পতিত হবে। দানিয়েল ১১:১৪।

"ডাকাতরা" হলো রোম, এবং শেষ যুগে রোম হলো ক্যাথলিকধর্ম। পোপ দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং তিনি তা রবিবারের আইন জারির ঠিক আগে সময়ে করেন। তিনি পানিয়ামের যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে তা করেন, যেখানে ট্রাম্প পুতিনের উপর বিজয় লাভ করেন। এই যুদ্ধটি খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালে সংঘটিত হয়েছিল, সেই একই বছরে পৌত্তলিক রোম ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে প্রবেশ করে। মহান পম্পেয়ে খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ সালে জেরুজালেমে জয় করেন। এই ঘটনা ঘটে পূর্বে তার অভিযানের সময়, যখন তিনি হাসমোনীয় ভাই হিরকেনোস দ্বিতীয় ও এরিস্তোবুলুস দ্বিতীয়ের মধ্যকার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। পম্পেয়ে হিরকেনোস দ্বিতীয়ের পক্ষে অবস্থান নেন, জেরুজালেমকে অবরোধ করেন, এবং তিন মাসের অবরোধের পর শেষে পর্যন্ত শহরটি দখল করেন। এর মাধ্যমে জুডেয়ার স্বাধীনতার সমাপ্তি এবং অঞ্চলের ওপর রোমান নিয়ন্ত্রণের সূচনা ঘটে; পরবর্তীতে এটি রোমান শাসনের অধীনে একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

রবিবারের আইন জারি হওয়ার আগে পোপ প্যানিয়ামের যুদ্ধ-সম্পর্কিত ইতিহাসে হস্তক্ষেপ করেন। যখন তিনি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর আবির্ভাব সেই দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করে; সেই দর্শন, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইনের "নির্ধারিত সময়ে" এখনও "কথা বলবে"। যে "দর্শন" বিলম্বিত ছিল, তা-ই ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী, যা দশ কুমারীর উপমায় বিলম্বের সময়ের সূচনাকে চিহ্নিত করেছিল। এটি প্রকাশিত বাক্যের চতুর্দশ অধ্যায়ের তিন স্বর্গদূতের মধ্যে দ্বিতীয় স্বর্গদূতের আগমনকেও চিহ্নিত করেছিল। একটি ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী, যা অপেক্ষার এক সময়কাল সূচনা করেছিল এবং তা বিলম্বিত হলেও তার পরিপূরণের জন্য "অপেক্ষা" করতে উৎসাহ জুগিয়েছিল।

মিলারাইট ইতিহাসে 'অপেক্ষার সময়' ১৮৪৪ সালের ১২ থেকে ১৭ আগস্ট এক্সেটারে অনুষ্ঠিত ক্যাম্প সভায় সমাপ্ত হয়েছিল। ব্যর্থ এক ভবিষ্যদ্বাণীজনিত হতাশা এমন এক অপেক্ষার সময়ের সূচনা করেছিল, যা দুই শ্রেণির কুমারীদের চরিত্রকে চূড়ান্ত করতে পরিকল্পিত ছিল। এরপর পূর্বে ব্যর্থ হওয়া সেই ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। এক্সেটারে প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি দর্শনটি পূরণ হলে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবরণসমূহকে চিহ্নিত করে। এই একই বৈশিষ্ট্য মথির ষোড়শ অধ্যায়ে দেখা যায়, যখন খ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের কাইসারিয়া ফিলিপ্পিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় থেকে খ্রিস্ট সরাসরি শিষ্যদের শেখাতে লাগলেন, ক্রুশে কী ঘটবে।

> সেই সময় থেকে যিশু তাঁর শিষ্যদের জানাতে শুরু করলেন যে, তাঁকে অবশ্যই যিরূশালেমে যেতে হবে, এবং প্রবীণদের, প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রবিদদের হাতে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে, এবং তিনি নিহত হবেন, এবং তৃতীয় দিনে আবার জীবিত হবেন। মথি 16:21।

উল্লেখ্য, সদ্য উদ্ধৃত পদটি দুই ঘটনার মাঝখানে পড়ে: প্রথমে, যিশু ঘোষণা করেছিলেন যে যিশুকে খ্রিস্ট, অর্থাৎ জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে স্বীকার করার ক্ষেত্রে পিতর পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এরপর যখন খ্রিস্ট তাঁদের আসন্ন ক্রুশ সম্পর্কে শেখাতে শুরু করলেন, পিতর সে বার্তার বিরোধিতা করল এবং খ্রিস্ট পিতরকে শয়তান বলে সম্বোধন করলেন। দর্শন প্রতিষ্ঠিত হলে যে বার্তা উন্মোচিত হয়, তা উপাসকদের দুই শ্রেণি সৃষ্টি

করে, যাদের উভয়েরই প্রতিনিধিত্ব পিতর করেন।

কাইসারিয়া ফিলিপ্পি হলো পানিয়ুম, এবং তারা উভয়েই খ্রিষ্টের ধারায় ক্রুশের নির্ধারিত সময়ের দিকে, মিলারাইট ইতিহাসে 22 অক্টোবর, 1844-এর দিকে, এবং আজকের রবিবারের আইনের দিকে নিয়ে যায়। পানিয়ুম, কাইসারিয়া ফিলিপ্পি এবং এক্সেটার ক্যাম্প মিটিং একই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পথচিহ্ন। এই পথচিহ্নেই পোপকে আখ্যানে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়। দর্শনের প্রতিষ্ঠা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ঘটে, কারণ কাইসারিয়া ফিলিপ্পি ক্রুশের আগে ছিল; এক্সেটার ক্যাম্প মিটিং 22 অক্টোবর, 1844-এর আগে হয়েছিল; আর খ্রিষ্টপূর্ব 200 সালে পানিয়ুম ছিল খ্রিষ্টপূর্ব 63-তে পম্পেইয়ের যিরূশালেম জয়ের পূর্বে। যুক্তরাষ্ট্রের রবিবারের আইন আসার আগে কোনো এক সময়ে পোপ, যিনি টাইরের পতিতা, তিনি প্রকাশ্যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে প্রবেশ করবেন। তিনি যখন তা করবেন, তখন দর্শন প্রতিষ্ঠিত হবে।

দর্শনটি একাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় প্রক্সি যুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম প্রক্সি যুদ্ধটি শেষ প্রক্সি যুদ্ধটিকে চিত্রিত করে; তাই শেষ প্রক্সি যুদ্ধে প্রথমটির মতোই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য থাকবে। দক্ষিণের রাজা—যার প্রতিনিধিত্ব ‘ভ্লাদিমির’ নাম দ্বারা করা হয়েছে, যার অর্থ ‘সমাজের শাসক’—পোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মধ্যে এক জোটের মাধ্যমে পরাভূত হয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়। প্রকাশিত বাক্য সতেরোর পরিপূরণতায় চূড়ান্ত পোপ হবেন ‘সাতজনের অন্তর্ভুক্ত অষ্টম’, এবং শেষ প্রেসিডেন্টও ‘সাতজনের অন্তর্ভুক্ত অষ্টম’ হবেন; একই কথা প্রযোজ্য এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের নিশানের ক্ষেত্রেও।

শুরুর দিকে পোপ ও প্রেসিডেন্টের সম্পর্ক ছিল একটি "গোপন জোট", এবং অষ্টম ও শেষ প্রেসিডেন্টের পোপের সঙ্গে জোটও "গোপন" হবে, কারণ এই সময়ে টাইরের বেশ্যাকে ভবিষ্যদ্বাণীমতে "ভুলে যাওয়া" হয়েছে। রেগান ও পোপ জন পল দ্বিতীয়ের মধ্যে জোটটি ছিল গোপন, কিন্তু একই সময়ে পোপ পৃথিবীর সবচেয়ে পরিচিত মুখ হয়ে উঠছিলেন। পৃথিবীর সব রাজাদের সঙ্গে ব্যভিচার করে এমন টাইরের সেই বেশ্যা সম্পর্কে যে বিষয়টি "ভুলে যাওয়া" হয়, সেটি হলো পাপাসির একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, যা তার সব পাপকে বিদ্রোহের একটিমাত্র শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করে। সে বৈশিষ্ট্যটি হলো ক্যাথলিক চার্চের "অভ্রান্ততা"র দাবি। এই সত্যটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে আমি এখন সিস্টার হোয়াইটের একটি অধ্যায় দিয়ে এই প্রবন্ধটি শেষ করব। পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা এই আলোচনা চালিয়ে যাব, কিন্তু আপনি "The Great Controversy" থেকে নিম্নোক্ত অধ্যায়টি পড়ার সময় মনে রাখবেন, ট্রাম্পের মন্ত্রিসভার প্রায় প্রত্যেকজনই রোমান ক্যাথলিক, সঙ্গে পেন্টেকোস্টালবাদের মিশ্রণও আছে, এবং ফ্র্যাঙ্কলিন গ্রাহামের সদা-উপস্থিত প্রভাবও রয়েছে, যিনি সম্প্রতি বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর খ্রিস্টবিরোধীর জন্য জনসমক্ষে প্রার্থনার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবেকের স্বাধীনতা হুমকির মুখে

> বিগত বছরের তুলনায় এখন প্রোটেস্ট্যান্টরা রোমান ক্যাথলিক ধর্মকে অনেক বেশি অনুকূল দৃষ্টিতে দেখছে। যেসব দেশে ক্যাথলিক ধর্ম প্রাধান্যে নেই এবং পোপবাদীরা প্রভাব অর্জনের জন্য সমঝোতামূলক পথ নিচ্ছে, সেখানে সংস্কারপন্থী গির্জাগুলোর সঙ্গে পোপতন্ত্রের যে মতবাদগত বিভেদ আছে, তা নিয়ে উদাসীনতা ক্রমেই বাড়ছে; ক্রমে এমন ধারণা জোর পাচ্ছে যে, আসলে মৌলিক বিষয়ে আমাদের

মধ্যে ধারণার মতো এতটা ফারাক নেই, এবং আমাদের পক্ষ থেকে সামান্য ছাড় দিলেই রোমের সঙ্গে আরও ভালো বোঝাপড়া হবে। এক সময় ছিল, যখন প্রোটেস্ট্যান্টরা বড় মূল্য দিয়ে অর্জিত বিবেকের স্বাধীনতাকে অত্যন্ত মূল্য দিয়েছিল। তারা তাদের সন্তানদের পোপবাদকে ঘৃণা করতে শেখাত এবং মনে করত যে রোমের সঙ্গে সমন্বয় খোঁজা ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ততা হবে। কিন্তু এখন প্রকাশিত মনোভাব কতই না ভিন্ন!

পোপতন্ত্রের সমর্থকেরা দাবি করে যে গির্জাকে কলঙ্কিত করা হয়েছে, এবং প্রোটেস্ট্যান্ট বিশ্ব সেই বক্তব্য গ্রহণ করতে প্রবণ। অনেকে জোর দেয় যে অজ্ঞতা ও অন্ধকারের শতাব্দীগুলিতে তার শাসনকে যে ঘৃণ্যতা ও অযৌক্তিকতা চিহ্নিত করেছিল, তার ভিত্তিতে আজকের গির্জাকে বিচার করা অবিচার। তারা তার ভয়াবহ নিষ্ঠুরতাকে সেই সময়ের বর্বরতার ফল বলে ক্ষমা করে এবং যুক্তি দেখায় যে আধুনিক সভ্যতার প্রভাব তার মনোভাব পরিবর্তন করেছে।

এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ ক্ষমতা যে আটশো বছর ধরে অভ্রান্ততার দাবি করে এসেছে, তা কি এরা ভুলে গেছে? ত্যাগ করা তো দূরের কথা, উনবিংশ শতাব্দীতে এই দাবিকে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় আরও দৃঢ়তার সঙ্গে পুনরায় নিশ্চিত করা হয়েছিল। যেহেতু রোম দাবি করে যে 'গির্জা কখনো ভুল করেনি; এবং শাস্ত্র অনুযায়ী কখনোই ভুল করবে না' (John L. von Mosheim, Institutes of Ecclesiastical History, book 3, century II, part 2, chapter 2, section 9, note 17), তাহলে অতীত যুগে যে নীতিগুলি তার পথচলাকে পরিচালিত করেছিল, সেগুলি সে কীভাবে ত্যাগ করতে পারে?

পোপীয় চার্চ কখনোই তার অভ্রান্ততার দাবি ত্যাগ করবে না। যারা তার মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে তাদের ওপর যে নির্যাতন সে চালিয়েছে, সে সবকিছুকেই সঠিক বলে মানে; আর সুযোগ পেলে কি সে একই কাজগুলো পুনরায় করবে না? বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারগুলোর আরোপিত বিধিনিষেধগুলো যদি তুলে নেওয়া হয় এবং রোম যদি তার পূর্বতন ক্ষমতায় পুনঃস্থাপিত হয়, তবে খুব শিগগিরই তার স্বৈরতন্ত্র ও নির্যাতন আবার জেগে উঠবে।

একজন সুপরিচিত লেখক বিবেকের স্বাধীনতা সম্পর্কে পোপীয় পদক্রমের মনোভাব এবং তার নীতির সাফল্য থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি যে বিপদের সৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে এভাবে বলেন: 'যুক্তরাষ্ট্রে রোমান ক্যাথলিকধর্মকে নিয়ে যে কোনো ভয়কে অনেকেই কুসংস্কার বা শিশুসুলভতা বলে ধরে নেন। এরা রোমান ক্যাথলিকবাদের চরিত্র ও মনোভাবের মধ্যে আমাদের স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি কোনো বৈরিতা দেখেন না, কিংবা এর বিস্তারে কোনো অশনি সংকেতও খুঁজে পান না। তাহলে আগে আমাদের সরকারের কয়েকটি মৌলিক নীতি ক্যাথলিক চার্চের নীতির সঙ্গে তুলনা করি।'

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বিবেকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। এর চেয়ে প্রিয় বা অধিক মৌলিক কিছু নেই। পোপ পিয়াস নবম ১৫ আগস্ট, ১৮৫৪-র তাঁর এনসাইক্লিক্যাল পত্রে বলেছিলেন: 'বিবেকের স্বাধীনতার পক্ষে অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত মতবাদ, কিংবা উন্মাদ প্রলাপ, এক মহামারীর মতো ভ্রান্তি—রাষ্ট্রে আশঙ্কাজনক সকল দোষের মধ্যে এটিই সর্বাধিক ভীতিকর।' একই পোপ ৮ ডিসেম্বর, ১৮৬৪-র তাঁর এনসাইক্লিক্যাল পত্রে 'যারা বিবেকের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় উপাসনার স্বাধীনতা দাবি করে' তাদেরকে, এবং 'যারা মনে করে যে গির্জা বলপ্রয়োগ করতে পারে না' এমন সবাইকেও, ধর্মীয়ভাবে নিন্দা করে বর্জিত ঘোষণা করেছিলেন।

'যুক্তরাষ্ট্রে রোমের বিশেষ ভঙ্গি মনোভাবের পরিবর্তন বোঝায় না। যেখানে সে অসহায়, সেখানে সে সহিষ্ণু। বিশপ ও'কনর বলেন: 'ধর্মীয় স্বাধীনতা কেবল সহ্য করা হয়, যতক্ষণ না ক্যাথলিক বিশ্বের জন্য কোনো বিপদ ছাড়াই বিপরীতটি কার্যকর করা যায়।'... সেন্ট লুইসের আর্চবিশপ একবার বলেছিলেন: 'বিধর্মিতা ও অবিশ্বাস অপরাধ; এবং খ্রিস্টীয় দেশগুলোতে, যেমন ইতালি ও স্পেনে, উদাহরণস্বরূপ, যেখানে সকল মানুষই ক্যাথলিক, এবং যেখানে ক্যাথলিক ধর্ম দেশের আইনের একটি অপরিহার্য অংশ, সেখানে এগুলোকে অন্যান্য অপরাধের মতোই শাস্তি দেওয়া হয়।'...

'ক্যাথলিক চার্চের প্রত্যেক কার্ডিনাল, আর্চবিশপ এবং বিশপ পোপের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেন, যেখানে নিম্নলিখিত কথাগুলো রয়েছে: 'বিধর্মী, বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং আমাদের উক্ত প্রভু (পোপ) অথবা তাঁর পূর্বোক্ত উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা—আমি আমার সর্বোচ্চ সাধ্য অনুযায়ী তাদের নিপীড়ন করব ও প্রতিরোধ করব।' - জোসাইয়া স্ট্রং, Our Country, অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ২-৪.

রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যিকারের খ্রিস্টান আছে—এ কথা সত্য। ওই গির্জার হাজার হাজার মানুষ তাদের কাছে যতটুকু আলো আছে, তার আলোকেই ঈশ্বরের সেবা করছেন। তাদেরকে তাঁর বাক্যে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না, তাই তারা সত্যকে চিনতে পারে না। জীবন্ত হৃদয়ের সেবা আর কেবলমাত্র রূপরীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের ঘুরপাক—এই দুটির মধ্যে বৈপরীত্য তারা কখনো দেখেনি। প্রতারণাপূর্ণ ও অসন্তোষজনক এক বিশ্বাসে শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, ঈশ্বর এই আত্মাগুলোর দিকে করুণাময় স্নেহের দৃষ্টিতে তাকান। তিনি আলোর রশ্মিকে তাদের ঘিরে থাকা ঘন অন্ধকার ভেদ করে প্রবেশ করতে দেবেন। তিনি যিশুতে যেমন আছে, সেই সত্য তাদের কাছে প্রকাশ করবেন, এবং অনেকেই শেষে পর্যন্ত তাঁর জনগণের পাশে নিজেদের অবস্থান নেবে।

কিন্তু একটি ব্যবস্থা হিসেবে রোমানবাদ এখনো খ্রিস্টের সুসমাচারের সঙ্গে যেমন তার ইতিহাসের কোনো পূর্বকালেও ছিল না, তেমনই অসামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলো গভীর অন্ধকারে আছে; না হলে তারা সময়ের লক্ষণগুলো অনুধাবন করত। রোমান গির্জার পরিকল্পনা ও কার্যপদ্ধতি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। সে তার প্রভাব বিস্তার ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি উপায় অবলম্বন করছে—পৃথিবীর ওপর কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার, নির্যাতন পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এবং প্রোটেস্ট্যান্টবাদ যা করেছে তা সব উল্টে দেওয়ার লক্ষ্যে এক ভয়াবহ ও দৃঢ়সংকল্প সংঘর্ষের প্রস্তুতিস্বরূপ। ক্যাথলিকধর্ম সর্বদিকে প্রভাব বাড়াচ্ছে। প্রোটেস্ট্যান্ট দেশগুলোতে তার গির্জা ও প্রার্থনালয়ের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা দেখুন। আমেরিকায় তার কলেজ ও সেমিনারিগুলোর জনপ্রিয়তা দেখুন, যা প্রোটেস্ট্যান্টদের দ্বারা এত ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পায়। ইংল্যান্ডে আচারবাদিতার বৃদ্ধি এবং বারবার ক্যাথলিকদের দলে যোগদানের ঘটনাগুলোর দিকে তাকান। এই বিষয়গুলো সুসমাচারের বিশুদ্ধ নীতিগুলোকে যারা মূল্য দেয়, তাদের সকলের মনে উদ্বেগ জাগানো উচিত।

প্রোটেস্ট্যান্টরা পোপতন্ত্রের সঙ্গে কারসাজি করেছে এবং তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে; তারা এমন আপস ও ছাড় দিয়েছে যা দেখে পোপপন্থীরাই বিস্মিত হয় এবং বুঝতে পারে না। মানুষ রোমান ক্যাথলিকতন্ত্রের প্রকৃত চরিত্র এবং তার প্রাধান্য থেকে যে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে, সেদিকে চোখ বন্ধ করে দিচ্ছে। নাগরিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার এই সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রুর অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা দরকার।

অনেকে প্রোটেস্টান্ট মনে করেন যে ক্যাথলিক ধর্ম আকর্ষণহীন এবং এর উপাসনা নীরস, অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের একঘেয়ে আবর্ত মাত্র। এখানেই তাদের ভুল। রোমানিজম প্রতারণার ভিত্তির ওপর দাঁড়ালেও, এটি কোনো স্থূল ও অপটু ছলনা নয়। রোমান চার্চের ধর্মীয় উপাসনা অত্যন্ত প্রভাবসঞ্চারী এক অনুষ্ঠান। এর জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শন ও গম্ভীর আচার মানুষের ইন্দ্রিয়কে মোহিত করে এবং যুক্তি ও বিবেকের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দেয়। চোখ মুগ্ধ হয়। মহিমান্বিত গির্জা, জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রা, সোনার বেদি, রত্নখচিত পবিত্র পীঠ, অপূর্ব চিত্রকর্ম এবং নিপুণ ভাস্কর্য সৌন্দর্যপ্রেমিকে আহ্বান করে। কানও মুগ্ধ হয়। সঙ্গীত তুলনাহীন। গভীরস্বন অর্গানের সমৃদ্ধ সুর, বহু কণ্ঠের সুরেলা ধ্বনির সঙ্গে মিশে যখন তার মহাগির্জাগুলোর সুউচ্চ গম্বুজ ও স্তম্ভশোভিত দালানপথ জুড়ে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, তখন তা মনের মধ্যে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও বিস্ময় জাগাতে ব্যর্থ হয় না।

এই বাহ্যিক জাঁকজমক, আড়ম্বর ও আনুষ্ঠানিকতা, যা কেবল পাপপীড়িত আত্মার আকাঙ্ক্ষাকে উপহাস করে, তা অন্তরের অবক্ষয়ের প্রমাণ। খ্রিস্টের ধর্মকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে এমন আকর্ষণের প্রয়োজন নেই। ক্রুশ থেকে উদ্ভাসিত আলোয় সত্য খ্রিস্টধর্ম এতটাই নির্মল ও মনোরম বলে প্রতীয়মান হয় যে কোনো বাহ্যিক অলংকরণই তার প্রকৃত মূল্য বাড়াতে পারে না। এটি পবিত্রতার সৌন্দর্য, একটি নম্র ও শান্ত আত্মা, যা ঈশ্বরের কাছে মূল্যবান।

শৈলীর ঔজ্জ্বল্য অবশ্যই নির্মল, উদাত্ত চিন্তার সূচক নয়। শিল্পের উচ্চ ধারণা, রুচির সূক্ষ্ম পরিশীলন, প্রায়ই পার্থিব ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানুষের মনেই দেখা যায়। এসবকে শয়তান প্রায়ই ব্যবহার করে, যাতে মানুষ আত্মার প্রয়োজনীয়তাগুলো ভুলে যায়, ভবিষ্যৎ—অমর জীবনের কথা চোখের আড়াল করে ফেলে, তাদের অসীম সহায়কের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবং কেবল এই পৃথিবীর জন্যই বাঁচে।

বাহ্যিকতার ধর্ম অনবীকৃত হৃদয়ের কাছে আকর্ষণীয়। ক্যাথলিক উপাসনার জাঁকজমক ও আনুষ্ঠানিকতায় এক প্রলোভনকর, বিমোহিতকারী শক্তি আছে, যার দ্বারা অনেকে প্রতারিত হয়; এবং তারা রোমান গির্জাকে স্বর্গেরই প্রবেশদ্বার বলে ভাবতে শুরু করে। কেবল তারাই তার প্রভাবের বিরুদ্ধে অভেদ্য, যারা সত্যের ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে পা স্থাপন করেছে এবং যাদের হৃদয় ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা নবীকৃত হয়েছে। যাদের খ্রিস্ট সম্পর্কে অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান নেই, এমন হাজারো মানুষ শক্তিহীন ধার্মিকতার কেবল রূপটুকু গ্রহণ করতে প্ররোচিত হবে। এমন ধর্মই জনসাধারণের কাম্য।

গির্জার ক্ষমা প্রদানের অধিকারের দাবি রোমানপন্থীকে পাপ করতে নিজেকে স্বাধীন বোধ করায়; এবং স্বীকারোক্তির যে বিধান, যার nélkül তার ক্ষমা দেওয়া হয় না, সেটিও মন্দকে ছাড়পত্র দিতে প্রবণ। যে ব্যক্তি পতিত মানুষের সামনে নতজানু হয় এবং স্বীকারোক্তিতে তার হৃদয়ের গোপন চিন্তা ও কল্পনাগুলো খুলে দেয়, সে নিজের মানবত্ব হীন করে এবং তার আত্মার প্রতিটি মহৎ প্রবৃত্তিকে অবনমিত করে। তার জীবনের পাপগুলো এক পুরোহিতকে—একজন ভ্রান্ত, পাপী নশ্বর, এবং প্রায়ই মদ ও লাম্পট্যে কলুষিত—খুলে বলার ফলে তার চরিত্রের মানদণ্ড নিচে নেমে যায়, এবং ফলত সে কলুষিত হয়। ঈশ্বর সম্পর্কে তার ধারণা পতিত মানবতার সদৃশে অবনমিত হয়, কারণ পুরোহিত ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে দাঁড়ায়। মানুষে মানুষের প্রতি এই অবমাননাকর স্বীকারোক্তিই সেই গুপ্ত উৎস, যেখান থেকে বহু মন্দ প্রবাহিত হয়েছে যা বিশ্বকে কলুষিত করছে এবং তাকে চূড়ান্ত ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত করছে। তবু যে আত্মভোগপ্রিয়, তার কাছে আত্মাকে ঈশ্বরের কাছে উন্মুক্ত করার চেয়ে সহমানবের

কাছে স্বীকারোক্তি করা অধিক আরামদায়ক। পাপ ত্যাগ করার চেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করা মানবস্বভাবের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য; দেহেজ লালসাকে ক্রুশবিদ্ধ করার চেয়ে শোকবস্ত্র, বিছুটি ও বেদনাদায়ক শৃঙ্খল দিয়ে দেহকে কষ্ট দেওয়া সহজ। খ্রিষ্টের জোয়ালের কাছে নত হওয়ার চেয়ে যে জোয়াল বহন করতে ইন্দ্রিয়াসক্ত হৃদয় রাজি, সেটেই অধিক ভারী।

রোমের চার্চের সঙ্গে খ্রিস্টের প্রথম আগমনের কালে ইহুদি ধর্মসমাজের মধ্যে এক চমকপ্রদ সাদৃশ্য আছে। ইহুদিরা গোপনে ঈশ্বরের আইনের প্রতিটি নীতিকে পদদলিত করত, অথচ বাহ্যত তার বিধিনসমূহের পালনায় অত্যন্ত কঠোর ছিল; তারা তাতে কঠিন বিধিনিষেধ ও প্রথা চাপিয়ে দিয়েছিল, যা আনুগত্যকে বেদনাদায়ক ও বোঝাস্বরূপ করে তুলেছিল। যেমন ইহুদিরা আইনকে শ্রদ্ধা করে বলে জাহির করত, তেমনি রোমান ক্যাথলিকরা ক্রুশকে শ্রদ্ধা করে বলে দাবি করে। তারা খ্রিস্টের দুঃখভোগের প্রতীককে মহিমান্বিত করে, অথচ নিজেদের জীবনে যার প্রতীক এটি, তাঁকেই অস্বীকার করে।

পোপতন্ত্রীরা তাদের গির্জাগুলোর উপর, বেদীগুলোর উপর এবং পোশাকের উপর ক্রুশ স্থাপন করে। সর্বত্র ক্রুশের প্রতীক দেখা যায়। সর্বত্র তা বাহ্যিকভাবে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করা হয়। কিন্তু খ্রিস্টের শিক্ষাগুলো অর্থহীন প্রথার স্তূপ, মিথ্যা ব্যাখ্যা এবং কঠোর দাবিদাওয়ার নিচে চাপা পড়ে গেছে। উদ্ধারকর্তা গোঁড়া ইহুদিদের সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তা আরও বেশি জোরালোভাবে রোমান ক্যাথলিক চার্চের নেতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য: 'তারা ভারী এবং বহন করা কষ্টকর বোঝা বেঁধে মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দেয়; কিন্তু তারা নিজেরা একটি আঙুল দিয়েও সেগুলো নড়ায় না।' মথি ২৩:৪। বিবেকবান আত্মাদের নিরন্তর আতঙ্কে রাখা হয়, অসন্তুষ্ট ঈশ্বরের ক্রোধের ভয়ে; আর এদিকে গির্জার বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়সুখে জীবনযাপন করছেন।

মূর্তি ও পবিত্র অবশেষের পূজা, সন্তদের আহ্বান, এবং পোপের মহিমান্বিতকরণ—এসবই শয়তানের কৌশল, যাতে মানুষের মন ঈশ্বর ও তাঁর পুত্র থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়। তাদের সর্বনাশ সাধনের জন্য, তিনি চেষ্টা করেন তাদের মনোযোগ সেই ব্যক্তির কাছ থেকে ফেরাতে, যাঁর মাধ্যমেই কেবল তারা পরিত্রাণ পেতে পারে। তিনি তাদের এমন যে কোনো কিছুর দিকে পরিচালিত করবেন, যা তাঁর পরিবর্তে বসানো যেতে পারে—তাঁর, যিনি বলেছেন: 'হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত সকলে, আমার কাছে এসো; আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।' মথি ১১:২৮।

ঈশ্বরের চরিত্র, পাপের প্রকৃতি এবং মহাসংগ্রামে পণ থাকা প্রকৃত বিষয়গুলিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করাই শয়তানের অবিরাম প্রচেষ্টা। তার কুতর্ক ঈশ্বরীয় বিধানের বাধ্যবাধকতাকে শিথিল করে এবং মানুষকে পাপ করতে একপ্রকার ছাড় দেয়। একই সঙ্গে সে তাদেরকে ঈশ্বর সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা লালন করতে প্ররোচিত করে, যাতে তারা ভালোবাসার বদলে ভয় ও ঘৃণার চোখে তাঁকে দেখে। তার নিজের চরিত্রে নিহিত নিষ্ঠুরতা সৃষ্টিকর্তার ওপর আরোপ করা হয়; তা ধর্মব্যবস্থায় মূর্ত হয় এবং উপাসনার রীতিনীতিতে প্রকাশ পায়। এভাবে মানুষের মন অন্ধ হয়ে যায়, এবং শয়তান তাদেরকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নিজের হাতিয়ার করে তোলে। ঈশ্বরীয় গুণাবলির বিকৃত ধারণার কারণে, পৌত্তলিক জাতিগণ বিশ্বাস করতে প্ররোচিত হয়েছিল যে দেবতার কৃপা লাভে মানববলিই অপরিহার্য; এবং মূর্তিপূজার নানাবিধ রূপের অধীনে ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা সংঘটিত হয়েছে।

রোমান ক্যাথলিক গির্জা, পৌত্তলিকতা ও খ্রিস্টধর্মের বিভিন্ন রূপকে একত্র করে এবং পৌত্তলিকতার মতোই ঈশ্বরের চরিত্রকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে, এমন সব আচরণে লিপ্ত হয়েছে যা নির্মমতা ও জঘন্যতার দিক থেকে কোনো অংশেই কম নয়। রোমের সর্বাধিপত্যের যুগে তার মতবাদে সম্মতি আদায় করতে নির্যাতনের নানা যন্ত্র ছিল। তার দাবির কাছে নতি স্বীকার না করা লোকদের জন্য ছিল চিতায় পুড়িয়ে মারার শাস্তি। এমন মাত্রার গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, যা বিচারদিনে প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কখনোই সম্পূর্ণ জানা যাবে না। গির্জার উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা তাদের প্রভু শয়তানের অধীনে, ভুক্তভোগীর প্রাণ না নিয়ে সর্বোচ্চ মাত্রার যন্ত্রণা দেওয়ার উপায় উদ্ভাবনের জন্য অধ্যয়ন করত। অনেকে ক্ষেত্রে এই নরকীয় প্রক্রিয়া মানবসহ্যের চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত বারবার চালানো হতো, যতক্ষণ না প্রকৃতি লড়াই ছেড়ে দিত, আর ভুক্তভোগী মৃত্যু-কেই এক মধুর মুক্তি বলে বরণ করত।

রোমের বিরোধীদের পরিণতি ছিল এমনই। আর তার অনুগামীদের জন্য ছিল বেত্রাঘাতের শাসন, তীব্র অনাহার, এবং শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনের প্রতিটি কল্পনাযোগ্য, হৃদয়বিদারক রূপ। স্বর্গের অনুগ্রহ লাভের জন্য, প্রায়শ্চিত্তকারীরা প্রকৃতির বিধান লঙ্ঘন করে ঈশ্বরের বিধানই লঙ্ঘন করত। মানুষের পার্থিব জীবনকে আশীর্বাদ ও আনন্দ দিতে তিনি যে বন্ধনগুলো সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো ছিন্ন করতে তাদের শেখানো হতো। গির্জার কবরস্থানে এমন লক্ষ লক্ষ ভুক্তভোগী রয়েছে, যারা স্বভাবজাত স্নেহ-অনুরাগ দমন করার নিরর্থক চেষ্টায়, এবং সহমানুষের প্রতি সহানুভূতির প্রতিটি ভাবনা ও অনুভূতিকে ঈশ্বরের কাছে আপত্তিকর ভেবে দমিয়ে রাখতে রাখতে, তাদের জীবন কাটিয়েছে।

যদি আমরা শয়তানের সংকল্পবদ্ধ নিষ্ঠুরতাকে বুঝতে চাই, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রকাশিত হয়েছে—ঈশ্বরের কথা কখনও শোনেনি এমন লোকদের মধ্যে নয়, বরং খ্রিস্টানজগতের হৃদয়ভূমি এবং তার বিস্তৃতি জুড়ে—তবে আমাদের রোমানবাদের ইতিহাসের দিকে তাকালেই হবে। এই বিশাল প্রতারণার ব্যবস্থার মাধ্যমে অশুভের রাজপুত্র ঈশ্বরের প্রতি অবমাননা আনতে এবং মানবজীবনে দুর্দশা ডেকে আনতে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। এবং আমরা যখন দেখি, কীভাবে সে নিজেকে ছদ্মবেশে ঢেকে গির্জার নেতাদের মাধ্যমে তার কাজ সম্পন্ন করতে সফল হয়, তখন আমরা ভালো করে বুঝতে পারি কেন বাইবেলের প্রতি তার এত প্রবল বিদ্বেষ। সেই গ্রন্থটি যদি পিড়া হয়, ঈশ্বরের দয়া ও প্রেমে প্রকাশ পাবে; দেখা যাবে, তিনি মানুষের ওপর এসব ভারী বোঝা চাপিয়ে দেন না। তিনি যা চান, তা কেবল এক ভগ্ন ও অনুতপ্ত হৃদয়, এক বিনীত, অনুগত আত্মা।

স্বর্গের জন্য উপযুক্ত হতে পুরুষ ও নারী নিজেদেরকে মঠে আবদ্ধ করবে—তাঁর জীবনে খ্রিস্ট এমন কোনো দৃষ্টান্ত দেননি। তিনি কখনো শেখাননি যে ভালোবাসা ও সহানুভূতিকে দমন করতে হবে। উদ্ধারকর্তার হৃদয় ভালোবাসায় উপচে পড়ত। নৈতিক পূর্ণতার যত নিকটে মানুষ আসে, ততই তার সংবেদনশীলতা তীক্ষ্ণ হয়, পাপ সম্পর্কে তার অনুধাবন সূক্ষ্মতর হয়, আর দুর্দশাগ্রস্তদের প্রতি তার সহানুভূতি গভীরতর হয়। পোপ দাবি করেন যে তিনি খ্রিস্টের প্রতিনিধি; কিন্তু তাঁর চরিত্র আমাদের উদ্ধারকর্তার চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করলে কেমন দাঁড়ায়? স্বর্গের রাজা হিসেবে তাঁকে সম্মান না দেওয়ার জন্য মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করা বা নির্যাতনযন্ত্রে সঁপে দেওয়া—খ্রিস্ট কি কখনো এমন কাজ করেছেন বলে জানা যায়? যাঁরা তাঁকে গ্রহণ করেনি, তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য কি কখনো তাঁর কণ্ঠ শোনা গেছে? যখন এক শমরীয় গ্রামের লোকেরা তাঁকে অবজ্ঞা করল, তখন প্রেরিত যোহন ক্ষোভে পূর্ণ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘প্রভু, আপনি কি চান যে আমরা স্বর্গ থেকে আগুন নামাতে আদেশ

করি, এবং তাদের ভস্মসাৎ করি, যেমন এলিয়াহ করেছিলেন?’ যীশু করুণাদৃষ্টিতে তাঁর শিষ্যের দিকে তাকিয়ে তার কঠোর মনোভাবকে তিরস্কার করে বললেন, ‘মানুষের জীবন বিনষ্ট করতে নয়, উদ্ধার করতে মনুষ্যপুত্র এসেছেন।’ লূক ৯:৫৪, ৫৬। খ্রিস্ট যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর কথিত প্রতিনিধির মনোভাব তার থেকে কত ভিন্ন!

রোমান গির্জা এখন বিশ্বের সামনে এক শোভন চেহারা প্রদর্শন করছে, ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার নিজের খতিয়ানকে সাফাই দিয়ে আড়াল করছে। সে নিজেকে খ্রিস্টসদৃশ পোশাকে আবৃত করেছে; কিন্তু সে অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। অতীত যুগে পোপতন্ত্রের যে সব নীতি ছিল, সেগুলো আজও বিদ্যমান। সবচেয়ে অন্ধকার যুগে রচিত মতবাদগুলো আজও ধরে রাখা হচ্ছে। কেউ যেন নিজেকে ধোঁকা না দেয়। যে পোপতন্ত্রকে প্রোটেস্ট্যান্টরা এখন এত সহজে সম্মান জানাতে প্রস্তুত, সেটিই সেই পোপতন্ত্র যা ধর্মসংস্কারের দিনগুলোতে বিশ্ব শাসন করেছিল, যখন ঈশ্বরের লোকেরা জীবনবিপন্ন করে তার পাপাচার উন্মোচন করতে দাঁড়িয়েছিল। রাজা-রাজড়া ও রাজপুত্রদের উপর যে প্রভুত্ব কায়েম করেছিল এবং ঈশ্বরের বিশেষাধিকার নিজের বলে দাবি করেছিল, এখনো তার মধ্যে সেই একই অহংকার ও উদ্ধত দাবিদাওয়া বিদ্যমান। এখনও তার মনোভাব ততটাই নির্মম ও স্বৈরাচারী, যতটা ছিল যখন সে মানবস্বাধীনতাকে চূর্ণ করে দিয়েছিল এবং সর্বোচ্চ ঈশ্বরের সাধুদের হত্যা করেছিল।

পোপতন্ত্র ঠিক সেই, যা ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করেছিল—শেষ কালের ধর্মত্যাগ। ২ থিসালনীকীয় ২:৩, ৪। তার উদ্দেশ্য সফল করতে যে রূপ সবচেয়ে কার্যকর হবে, তা ধারণ করা তার নীতিরই অংশ; কিন্তু গিরগিটির পরিবর্তনশীল রূপের আড়ালে সে সাপের অপরিবর্তনীয় বিষ লুকিয়ে রাখে। ‘ধর্মত্যাগীদের সঙ্গে, কিংবা ধর্মত্যাগের সন্দেহভাজনদের সঙ্গে, বিশ্বাস রাখা উচিত নয়’ (Lenfant, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫১৬), সে ঘোষণা করে। যার সহস্র বছরের ইতিহাস সাধুদের রক্তে লেখা, সেই ক্ষমতাকে এখন কি খ্রিস্টের মণ্ডলীর অংশ হিসেবে স্বীকার করা হবে?

প্রোটেস্ট্যান্ট দেশগুলোতে যে দাবি করা হয়েছে—আগেকারের তুলনায় ক্যাথলিকধর্ম প্রোটেস্ট্যান্টবাদের থেকে এখন কম ভিন্ন—সে দাবি অযৌক্তিক নয়। পরিবর্তন ঘটেছে; কিন্তু পরিবর্তনটি পোপতন্ত্রের নয়। আজ যে প্রোটেস্ট্যান্টবাদ বিদ্যমান, তার অনেক অংশের সঙ্গে ক্যাথলিকধর্মের সত্যিই সাদৃশ্য আছে, কারণ সংস্কারকদের যুগ থেকে প্রোটেস্ট্যান্টবাদ অত্যন্ত অবক্ষয়িত হয়েছে।

প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাসমূহ যেহেতু জগতের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করে আসছে, ভ্রান্ত সহানুভূতি তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছে। তারা এমন মনে করে যে সমস্ত মন্দকেই ভালো বলে ধরে নেওয়াই ন্যায়সঙ্গত; আর তার অবধারিত ফলস্বরূপ শেষ পর্যন্ত তারা সমস্ত ভালোকে মন্দ বলে বিশ্বাস করবে। সন্তদের নিকটে একবার যে বিশ্বাস সমর্পিত হয়েছিল, তার পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর বদলে, তারা এখন যেন রোমের কাছে তার সম্পর্কে তাদের অনুদার মতামতের জন্য ক্ষমা চাইছে, তাদের গোঁড়ামির ক্ষমা ভিক্ষা করছে।

এক বৃহৎ শ্রেণি—রোমানবাদকে অনুকূলে না দেখেন এমনদের মধ্যেও—এর ক্ষমতা ও প্রভাব থেকে খুব বেশি বিপদের আশঙ্কা দেখেন না। অনেকে যুক্তি দেন যে মধ্যযুগে যে বৌদ্ধিক ও নৈতিক অন্ধকার বিরাজ করেছিল, তা এর মতবাদ, কুসংস্কার এবং নিপীড়নের বিস্তারে সহায়তা করেছিল; এবং আধুনিক কালের অধিকতর প্রজ্ঞা, জ্ঞানের সাধারণ বিস্তার ও ধর্মীয় বিষয়ে ক্রমবর্ধমান উদারতা অসহিষ্ণুতা ও স্বৈরতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনকে রোধ করে। এই আলোকিত যুগে এমন পরিস্থিতি থাকবে—এই

ভাবনাটিকেই উপহাস করা হয়। এ কথা সত্য যে বৌদ্ধিক, নৈতিক ও ধর্মীয়—মহান এক আলো এই প্রজন্মের উপর উদ্ভাসিত হয়েছে। ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যের উন্মুক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে স্বর্গীয় আলো পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু মনে রাখা উচিত, যত বৃহত্তর আলো দান করা হয়, ততই যারা তাকে বিকৃত করে ও প্রত্যাখ্যান করে, তাদের অন্ধকার তত গভীর হয়।

বাইবেলের প্রার্থনাপূর্ণ অধ্যয়ন প্রোটেস্ট্যান্টদের কাছে পোপতন্ত্রের প্রকৃত চরিত্র উন্মোচিত করত এবং তাদের তা ঘৃণা করে পরিহার করতে প্ররোচিত করত; কিন্তু অনেকে নিজেদের বুদ্ধিদীপ্ততার গর্বে এমন আত্মতুষ্ট যে সত্যের পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য বিনম্রভাবে ঈশ্বরকে খোঁজার কোনো প্রয়োজনই তারা অনুভব করে না। নিজেদের আলোকপ্রাপ্তি নিয়ে গর্ব করলেও, তারা শাস্ত্র এবং ঈশ্বরের শক্তি—উভয় বিষয়ে অনবহিত। তাদের বিবেককে শান্ত করার কোনো না কোনো উপায় তাদের চাই, আর তারা এমনটাই খোঁজে যা আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে সর্বনিম্ন এবং যা তাদেরকে যতটা সম্ভব কম বিনয়ে নত হতে বাধ্য করে। তারা চায় এমন এক পদ্ধতি, যা বাস্তবে ঈশ্বরকে ভুলে থাকার কৌশল, কিন্তু বাহ্যত তাঁকে স্মরণ করার পদ্ধতি হিসেবে চলতে পারে। এই সব চাহিদা পূরণে পোপতন্ত্র অত্যন্ত উপযোগী। এটি মানবজাতির দুই শ্রেণির জন্য প্রস্তুত—যা প্রায় সম্পূর্ণ পৃথিবীকেই অন্তর্ভুক্ত করে—যারা নিজেদের কৃতিত্বে পরিত্রাণ পেতে চায়, আর যারা পাপের মধ্যেই থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। এটাই তার শক্তির রহস্য।

গভীর বৌদ্ধিক অন্ধকারের একটি সময় পোপতন্ত্রের সাফল্যের পক্ষে অনুকূল—এটি প্রমাণিত হয়েছে। একদিন প্রমাণিত হবে যে গভীর বৌদ্ধিক আলোর একটি সময়ও তার সাফল্যের জন্য সমভাবে সহায়ক। অতীত যুগে, যখন মানুষ ঈশ্বরের বাক্য ও সত্যের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত ছিল, তখন তাদের চোখে যেন পট্টি বাঁধা ছিল; তাদের পায়ের জন্য পাতা জাল তারা দেখেনি, এবং সহস্র মানুষ তাতে ফেঁসে গিয়েছিল। এই প্রজন্মে অনেকের চোখ মানবীয় কল্পনা-অনুমান ও 'মিথ্যাভাবে বিজ্ঞান নামে পরিচিত' বিজ্ঞানের ঝলকে বিমোহিত হয়ে যায়; তারা জালটি চিনতে পারে না, এবং যেন চোখ বেঁধেই অনায়াসে তাতে হেঁটে যায়। ঈশ্বর পরিকল্পনা করেছিলেন যে মানুষের বৌদ্ধিক শক্তি তার স্রষ্টার দান হিসেবে গণ্য হবে ও সত্য ও ধার্মিকতার সেবায় নিয়োজিত থাকবে; কিন্তু যখন অহংকার ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা লালিত হয়, এবং মানুষ নিজেদের তত্ত্বকে ঈশ্বরের বাক্যের ঊর্ধ্বে তুলে ধরে, তখন বুদ্ধিমত্তা অজ্ঞতার চেয়েও বৃহত্তর ক্ষতি ঘটাতে পারে। সুতরাং বর্তমান যুগের ভ্রান্ত বিজ্ঞান, যা বাইবেলের ওপর বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করে, পোপতন্ত্রকে তার মনোরম রূপরেখাসহ গ্রহণের জন্য পথ প্রস্তুত করতে যতটা সফল হবে, ঠিক ততটাই সফল ছিল অন্ধকার যুগে জ্ঞানকে অবরুদ্ধ করা—যা তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পথ খুলে দিয়েছিল।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে গির্জার প্রতিষ্ঠান ও রীতি-নীতির জন্য রাষ্ট্রের সমর্থন নিশ্চিত করতে যে আন্দোলন চলছে, তাতে প্রোটেস্ট্যান্টরা পোপপন্থীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। না, তারও বেশি, তারা পোপতন্ত্রের জন্য এমন দ্বার খুলে দিচ্ছে, যাতে সে প্রোটেস্ট্যান্ট আমেরিকায় সেই প্রাধান্য পুনরুদ্ধার করতে পারে, যা সে পুরাতন বিশ্বে হারিয়েছে। এবং এই আন্দোলনকে আরও তাৎপর্যময় করে তোলে এই সত্য যে, এখানে প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে ধরা হয়েছে রবিবার পালনের বাধ্যতামূলক প্রয়োগ—একটি রীতি যার সূচনা রোমে, এবং যাকে পোপতন্ত্র তার কর্তৃত্বের চিহ্ন বলে দাবি করে। এটি পোপতন্ত্রের চেতনা—জাগতিক প্রথার সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন, ঈশ্বরের আজ্ঞার ঊর্ধ্বে মানব-ঐতিহ্যের প্রতি ভক্তি—যা প্রোটেস্ট্যান্ট

গির্জাগুলিতে সঞ্চারিত হচ্ছে এবং তাদেরকে রবিবারকে মহিমান্বিত করার সেই একই কাজ করতে পরিচালিত করছে, যা পোপতন্ত্র তাদের আগে করে এসেছে।

যদি পাঠক আসন্ন সংঘর্ষে ব্যবহৃত হতে চলা শক্তিসমূহ বুঝতে চান, তবে তার কেবল অতীত যুগে একই উদ্দেশ্যে রোম যে পন্থাগুলো অবলম্বন করেছিল তার ইতিহাস অনুসরণ করলেই হবে। তিনি যদি জানতে চান, পোপপন্থী ও প্রোটেস্ট্যান্টরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের মতবাদ প্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করবে, তবে তিনি যেন দেখেন, বিশ্রামদিন ও তার রক্ষকদের প্রতি রোম যে মনোভাব প্রকাশ করেছিল।

রাজকীয় ফরমান, সার্বজনীন পরিষদসমূহ এবং ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষমতার সমর্থনে গৃহীত গির্জার অধ্যাদেশসমূহ—এসবই ছিল সেই ধাপ, যার মাধ্যমে পৌত্তলিক উৎসব খ্রিস্টীয় জগতে সম্মানজনক অবস্থান অর্জন করেছিল। রবিবার পালন বাধ্যতামূলক করার প্রথম সরকারি পদক্ষেপ ছিল কনস্ট্যান্টাইনের প্রণীত আইন। (খ্রিস্টাব্দ ৩২১) এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী শহরবাসীদের "সূর্যের শ্রদ্ধেয় দিনে" বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছিল, কিন্তু গ্রামবাসীদের তাদের কৃষিকাজ চালিয়ে যেতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কার্যত এটি ছিল একটি পৌত্তলিক বিধান হলেও, খ্রিস্টধর্ম নামমাত্র গ্রহণের পর সম্রাট সেটি কার্যকর করেন।

ঈশ্বরীয় কর্তৃত্বের যথেষ্ট বিকল্প বলে রাজকীয় ফরমান প্রমাণিত না হওয়ায়, শাসকদের অনুগ্রহলাভে আগ্রহী এবং কনস্টান্টাইনের বিশেষ বন্ধু ও তোষামোদকারী বিশপ ইউসেবিয়াস দাবি তুললেন যে খ্রিস্ট সাবাথকে রবিবারে স্থানান্তর করেছেন। নতুন এই মতবাদের প্রমাণস্বরূপ ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে একটি সাক্ষ্যও উপস্থাপিত হয়নি। ইউসেবিয়াস নিজেই অজান্তে এর মিথ্যতা স্বীকার করেন এবং পরিবর্তনের প্রকৃত প্রণেতাদের দিকে ইঙ্গিত করেন। 'সবকিছুই,' তিনি বলেন, 'সাবাথের দিনে যা করা কর্তব্য ছিল, সেগুলো আমরা প্রভুর দিনে স্থানান্তর করেছি।' — রবার্ট কক্স, Sabbath Laws and Sabbath Duties, পৃষ্ঠা ৫৩৮। কিন্তু রবিবার-সম্পর্কিত এই যুক্তিটি যেমনই ভিত্তিহীন হোক, তা প্রভুর সাবাথকে পদদলিত করতে মানুষকে আরও সাহসী করে তুলেছিল। জগতের কাছে সম্মানলাভের আকাঙ্ক্ষা যাদের ছিল, তারা সবাই এই জনপ্রিয় উৎসবটি গ্রহণ করল।

পোপতন্ত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবিবারকে মহিমান্বিত করার কাজ অব্যাহত থাকল। কিছু সময় লোকেরা চার্চে না গেলে কৃষিকাজে লিপ্ত থাকত, এবং সপ্তম দিনকে তখনও সাবাথ হিসেবে গণ্য করা হতো। কিন্তু ধীরে ধীরে একটি পরিবর্তন কার্যকর করা হলো। ধর্মীয় পদে থাকা ব্যক্তিদের রবিবার কোনো দেওয়ানি বিবাদে রায় দিতে নিষেধ করা হলো। অল্পদিনের মধ্যেই, পদমর্যাদা যেমনই হোক, সকলকে সাধারণ শ্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো; স্বাধীনদের ক্ষেত্রে জরিমানা এবং ভৃত্যদের ক্ষেত্রে বেত্রাঘাতের শাস্তির বিধান করা হলো। পরবর্তীতে আদেশ হলো যে ধনীরা তাঁদের সম্পত্তির অর্ধেক হারিয়ে শাস্তি পাবে; এবং শেষে পর্যন্ত, যদি তারা এখনও অবাধ্য থাকে তবে তাদের দাস বানানো হবে। নিম্নশ্রেণীর লোকদের জন্য ছিল চিরস্থায়ী নির্বাসনের বিধান।

"অলৌকিক ঘটনারও আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য বিস্ময়ের সঙ্গে আরও বলা হয়েছিল যে, এক কৃষক রবিবার তার ক্ষেতে চাষ করতে যাচ্ছিলেন এবং একটি লোহার টুকরো দিয়ে তার লাঙল পরিষ্কার করছিলেন, তখন সেই লোহাটি তার হাতে এমনভাবে আটকে গেল যে তিনি তা দুই বছর ধরে সঙ্গে বয়ে বেড়াতে বাধ্য হলেন, 'যা তার চরম

যন্ত্রণা ও লজ্জার কারণ হয়েছিল।' - ফ্রান্সিস ওয়েস্ট, প্রভুর দিবস সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও প্রায়োগিক আলোচনা, পৃষ্ঠা ১৭৪।"

পরে পোপ নির্দেশ দিলেন যে প্যারিশ যাজকরা রবিবার লঙ্ঘনকারীদের সতর্ক করবেন এবং তাদের গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করতে বলবেন, যাতে তারা নিজেদের ও প্রতিবেশীদের ওপর কোনো বড় বিপর্যয় ডেকে না আনে। একটি ধর্মীয় পরিষদ এমন একটি যুক্তি উপস্থাপন করল—যা তখন প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো—যে রবিবার শ্রম করার সময় লোকজন বজ্রাঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায়, রবিবারই নিশ্চিহ্নই বিশ্রামদিন। 'এটি স্পষ্ট,' বললেন উচ্চপদস্থ ধর্মীয় নেতারা, 'এই দিনটির প্রতি তাদের অবহেলার ওপর ঈশ্বরের অসন্তোষ কত প্রবল ছিল।' এরপর আহ্বান জানানো হলো যে যাজক ও পালকগণ, রাজা ও রাজকুমাররা, এবং সকল বিশ্বাসী মানুষ 'তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও যত্ন নিবেন, যাতে দিনটি তার মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং খ্রিস্টধর্মের সুনামের জন্য ভবিষ্যতে আরও ভক্তিভরে পালিত হয়।'—Thomas Morer, Discourse in Six Dialogues on the Name, Notion, and Observation of the Lord's Day, পৃষ্ঠা 271.

পরিষদসমূহের ফরমানগুলো অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হওয়ায়, রবিবারে শ্রম থেকে বিরত রাখতে এবং জনগণের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করবে—এমন একটি ফরমান জারি করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়। রোমে অনুষ্ঠিত এক সিনোডে পূর্ববর্তী সব সিদ্ধান্ত আরও অধিক জোর ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে পুনর্ব্যক্ত করা হয়। সেগুলো গির্জার আইনেও সংযোজিত করা হয় এবং প্রায় সমগ্র খ্রিস্টজগতে দেওয়ানি কর্তৃপক্ষ দ্বারা বলবৎ করা হয়। (দেখুন Heylyn, History of the Sabbath, অংশ ২, অধ্যায় ৫, ধারা ৭.)

তবু রবিবার পালন বিষয়ে শাস্ত্রসম্মত কর্তৃত্বের অনুপস্থিতি সামান্য নয়, যথেষ্ট বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। লোকেরা প্রশ্ন তুলেছিল, সূর্যের দিনকে সম্মান জানাতে তাদের শিক্ষকরা কীভাবে যিহোভার স্পষ্ট ঘোষণা—'সপ্তম দিন তোমার প্রভু ঈশ্বরের বিশ্রামদিন'—অগ্রাহ্য করার অধিকার রাখেন। বাইবেলের সাক্ষ্যের ঘাটতি পূরণ করতে অন্য উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে ইংল্যান্ডের গির্জাগুলো পরিদর্শনকারী রবিবারের এক উৎসাহী প্রবক্তাকে সত্যের বিশ্বস্ত সাক্ষীরা প্রতিরোধ করেছিলেন; আর তাঁর প্রচেষ্টা এতটাই নিষ্ফল হয়েছিল যে তিনি কিছু সময়ের জন্য দেশ ত্যাগ করে তাঁর শিক্ষাকে বলবৎ করার কোনো উপায় খুঁজতে লাগলেন। তিনি ফিরে এলে সেই ঘাটতি পূরণ হয়ে গেল, এবং পরবর্তী প্রচেষ্টায় তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করলেন। তিনি সঙ্গে করে এমন এক পত্র নিয়ে এলেন, যা দাবি করা হয়েছিল যে তা নাকি স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছে; এতে রবিবার পালনের প্রয়োজনীয় আদেশ ছিল, আর অবাধ্যদের আতঙ্কিত করতে ভয়াবহ হুমকিও সংযোজিত ছিল। এই তথাকথিত মূল্যবান দলিলটি—যে প্রতিষ্ঠানকে এটি সমর্থন করত, তার মতোই নিকৃষ্ট এক জাল নথি—বলা হয়েছিল যে তা নাকি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে এবং যিরূশালেমে গোলগোথায় সেন্ট সিমিয়নের বেদীর ওপর পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর উৎস ছিল রোমের পোপীয় প্রাসাদ। গির্জার ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি বাড়াতে প্রতারণা ও জালিয়াতিকে সব যুগেই পোপীয় কর্তৃপক্ষ বৈধ বলে গণ্য করেছে।

ওই আদেশপত্র শনিবার বিকেলে নবম প্রহর, অর্থাৎ তিনটা থেকে, সোমবার সূর্যোদয় পর্যন্ত শ্রমকাজ নিষিদ্ধ করেছিল; এবং এর কর্তৃত্ব বহু অলৌকিক ঘটনার দ্বারা সমর্থিত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে নির্ধারিত সময় অতিক্রম করে কাজ করলে লোকজন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হতো। একজন কলচালক, যিনি তাঁর শস্য পিষতে

চেয়েছিলেন, তিনি দেখলেন ময়দার বদলে রক্তের স্রোত বেরিয়ে আসছে, এবং প্রবল জলের ধাক্কা সত্ত্বেও কলের চাকা থেমে গেল। এক নারী ভাঁটিতে মন্ড রেখেছিলেন; ভাঁটি খুব গরম থাকা সত্ত্বেও, বের করার সময় তিনি দেখলেন তা কাঁচাই রয়েছে। আরেকজন, যিনি নবম প্রহরে সেঁকার জন্য মন্ড প্রস্তুত করছিলেন, কিন্তু সেটি সোমবার পর্যন্ত সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেন, তিনি পরদিন দেখলেন যে তা ঈশ্বরীয় শক্তিতে নিজে থেকেই রুটির পিণ্ডে পরিণত হয়ে সেঁকা হয়েছে। শনিবার নবম প্রহরের পরে যিনি রুটি সেঁকেছিলেন, তিনি পরের সকালে তা ভাঙতেই দেখলেন সেখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। এ ধরনের উদ্ভট ও কুসংস্কারপূর্ণ মনগড়া গল্প দিয়ে রবিবারের পবিত্রতা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছিল তার সমর্থকেরা। (দেখুন: রজার দে হোভেডেন, অ্যানালস, খণ্ড ২, পৃ. ৫২৬–৫৩০।)

স্কটল্যান্ডে, ইংল্যান্ডের মতোই, প্রাচীন সাবাথের একটি অংশ রবিবারের সঙ্গে যুক্ত করে এ দিনের প্রতি অধিক মর্যাদা নিশ্চিত করা হয়েছিল। তবে পবিত্রভাবে পালন করার সময়সীমা ভিন্ন ছিল। স্কটল্যান্ডের রাজার এক ফরমানে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ‘শনিবার দুপুর বারোটা থেকে সময়টি পবিত্র গণ্য করা উচিত,’ এবং সেই সময় থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত কেউ জাগতিক কাজকর্মে লিপ্ত হবে না। — Morer, পৃষ্ঠা ২৯০, ২৯১।

কিন্তু রবিবারের পবিত্রতা প্রতিষ্ঠার জন্য সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, পোপানুগতরাই প্রকাশ্যে স্বীকার করেছিল যে বিশ্রামদিনের ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব রয়েছে, এবং যে প্রথার দ্বারা সেটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে তার উৎস মানবীয়। ষোড়শ শতাব্দীতে একটি পোপীয় পরিষদ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিল: ‘সমস্ত খ্রিস্টান স্মরণ করুক যে সপ্তম দিনটি ঈশ্বর কর্তৃক পবিত্রীকৃত হয়েছে, এবং তা গ্রহণ করা হয়েছে ও পালন করা হয়েছে কেবল ইহুদিদের দ্বারাই নয়, বরং ঈশ্বরের উপাসনা করার দাবি করে এমন অন্য সকলের দ্বারাও; যদিও আমরা খ্রিস্টানরা তাদের বিশ্রামদিনকে প্রভুর দিবসে পরিবর্তন করেছি।’—ঐ, পৃষ্ঠা ২৮১, ২৮২। ঈশ্বরের আইনকে যারা বিকৃত করছিল, তারা তাদের কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল না। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের ঈশ্বরের ঊর্ধ্বে স্থাপন করছিল।

যারা রোমের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করত তাদের প্রতি রোমের নীতির একটি উজ্জ্বল উদাহরণ দেখা যায় ওয়ালডেনসেসদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ও রক্তাক্ত নির্যাতনে; তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্রামদিন পালন করত। চতুর্থ আজ্ঞার প্রতি তাদের বিশ্বস্ততার জন্য অন্যরাও একইভাবে ভুগেছিল। ইথিওপিয়া ও আবিসিনিয়ার গির্জাগুলোর ইতিহাস বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। অন্ধকার যুগের ঘন আঁধারে মধ্য আফ্রিকার খ্রিস্টানরা বিশ্বের নজর থেকে হারিয়ে গিয়েছিল এবং বিশ্ব তাদের ভুলে গিয়েছিল; ফলে বহু শতাব্দী ধরে তারা তাদের বিশ্বাসের চর্চায় স্বাধীনতা উপভোগ করেছিল। কিন্তু শেষে পর্যন্ত রোম তাদের অস্তিত্বের কথা জানতে পারে, এবং অল্পকালেই আবিসিনিয়ার সম্রাট প্রতারণায় প্রলুব্ধ হয়ে পোপকে খ্রিস্টের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করেন। পরবর্তীতে আরও ছাড় দেওয়া হয়।

একটি ফরমান জারি করা হয়, যাতে কঠোরতম শাস্তির বিধানসহ বিশ্রামের দিন পালন নিষিদ্ধ করা হয়। (দেখুন Michael Geddes, Church History of Ethiopia, পৃষ্ঠা ৩১১, ৩১২।) কিন্তু পোপীয় স্বৈরাচার এমন যন্ত্রণাদায়ক জোয়ালে পরিণত হলো যে আবিসিনীয়রা তা নিজেদের ঘাড় থেকে খুলে ফেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। ভয়াবহ এক সংগ্রামের পর রোমানপন্থীদের তাদের অধিক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করা হলো, এবং প্রাচীন বিশ্বাস পুনঃস্থাপিত হলো। গির্জাগুলি তাদের স্বাধীনতায় উল্লসিত হলো, এবং রোমের

প্রতারণা, ধর্মান্ধতা ও স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা সম্পর্কে তারা যে শিক্ষা পেয়েছিল, তা কখনো ভোলেনি। নিজেদের একাকী রাজ্যের ভেতরেই তারা থাকতে সন্তুষ্ট ছিল, খ্রিস্টীয় জগতের বাকিদের কাছে অজানাই থেকে।

আফ্রিকার গির্জাগুলি বিশ্রামদিনকে সেইভাবে মান্য করত, যেমন পোপীয় গির্জা তার সম্পূর্ণ ধর্মচ্যুতি ঘটার আগে মান্য করত। তারা ঈশ্বরের আজ্ঞা মান্য করে সপ্তম দিন পালন করলেও, গির্জার রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে রবিবার কাজ থেকে বিরত থাকত। সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করার পর, রোম ঈশ্বরের বিশ্রামদিনকে পদদলিত করে নিজেরটিকে উচ্চে তুলে ধরেছিল; কিন্তু প্রায় এক হাজার বছর আড়ালে থাকা আফ্রিকার গির্জাগুলি এই ধর্মচ্যুতিতে অংশ নেয়নি। রোমের আধিপত্যে আনা হলে, তাদের সত্য বিশ্রামদিনকে সরিয়ে রেখে মিথ্যা বিশ্রামদিনকে উচ্চে তুলে ধরতে বাধ্য করা হয়েছিল; কিন্তু স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করামাত্রই তারা চতুর্থ আজ্ঞার প্রতি আনুগত্যে ফিরে গিয়েছিল।

অতীতের দলিলাদি স্পষ্ট করে প্রকাশ করে যে রোম সত্যকিারের বিশ্রামদিন ও তার রক্ষকদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, এবং তারই সৃষ্ট প্রথাকে সম্মানিত করতে যে পন্থাগুলি সে অবলম্বন করে। ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দেয় যে এই দৃশ্যগুলো আবারও ঘটবে, যখন রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টরা রবিবারকে উচ্চে তুলে ধরার জন্য একত্রিত হবে।

প্রকাশিত বাক্য ১৩-এর ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করে যে মেষশাবকের মতো শিংবিশিষ্ট পশু দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা ক্ষমতা ‘পৃথিবী ও তাতে বাসকারী সকলকে’ পোপতন্ত্র উপাসনা করতে বাধ্য করবে—যা সেখানে ‘চিতাবাঘ সদৃশ’ পশু দ্বারা প্রতীকায়িত। দুই শিংওয়ালা সেই পশু আরও ‘পৃথিবীতে বসবাসকারীদের’ বলবে যে তারা যেন পশুর প্রতিমূর্তি তৈরি করে; এবং আরও সে আদেশ দেবে যাতে ‘ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, স্বাধীন ও দাস’ সকলেই পশুর চিহ্ন গ্রহণ করে। প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১-১৬। দেখানো হয়েছে যে মেষশাবকের মতো শিংবিশিষ্ট পশু দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী তখনই পরিপূর্ণ হবে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রবিবার পালনকে আইন করে বাধ্যতামূলক করবে, যা রোম তার সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের বিশেষ স্বীকৃতি হিসেবে দাবি করে। কিন্তু পোপতন্ত্রের প্রতি এই শ্রদ্ধায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একা থাকবে না। যে দেশগুলি একসময় তার শাসন স্বীকার করেছিল, সেগুলিতে রোমের প্রভাব এখনো ধ্বংস হওয়া থেকে অনেক দূরে। এবং ভবিষ্যদ্বাণী তার ক্ষমতার পুনরুদ্ধারের কথা পূর্ববাণী করে। ‘আমি দেখলাম, তার মাথাগুলোর একটিকে যেন মৃত্যুমারাত্মকভাবে আঘাত করা হয়েছে; এবং তার সেই মারাত্মক ক্ষত সেরে উঠল; আর সমস্ত পৃথিবী সেই পশুর পশ্চাতে বিস্ময়ে অনুসরণ করল।’ পদ ৩। সেই মারাত্মক আঘাতের দান ১৭৯৮ সালে পোপতন্ত্রের পতনের প্রতি ইঙ্গিত করে। এর পর, ভাববাদী বলেন, ‘তার মারাত্মক ক্ষত সেরে উঠল; আর সমস্ত পৃথিবী সেই পশুর পশ্চাতে বিস্ময়ে অনুসরণ করল।’ পৌল স্পষ্ট বলে দেন যে ‘পাপের মানুষ’ দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত থাকবে। ২ থিষলনীকীয় ২:৩-৮। সময়ের একেবারে শেষে পর্যন্ত সে প্রতারণার কাজ চালিয়ে যাবে। আর প্রকাশিত বাক্যের দ্রষ্টা, পোপতন্ত্রকে উল্লেখ করে, ঘোষণা করেন: ‘পৃথিবীতে যে সকল বাস করে, যাদের নাম জীবনগ্রন্থে লেখা নেই, তারা সবাই তাকে উপাসনা করবে।’ প্রকাশিত বাক্য ১৩:৮। পুরাতন ও নতুন উভয় বিশ্বেই, রবিবার বিধানের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শিত হবে—যা সম্পূর্ণরূপে রোমান গির্জার কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল—তার মধ্য দিয়েই পোপতন্ত্র সম্মান লাভ করবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে, যুক্তরাষ্ট্রে ভবিষ্যিদ্বাণী-অধ্যয়নকারীরা এ সাক্ষ্য বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করে আসছেন। বর্তমানে যে ঘটনাবলি ঘটছে, তাতে ভবিষ্যিদ্বাণীর পরিপূর্তির দিকে দ্রুত অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। প্রোটেস্ট্যান্ট শিক্ষকদের মধ্যেও রবিবার পালন বিষয়ে একইরকম ঈশ্বরীয় কর্তৃত্বের দাবি এবং ধর্মগ্রন্থীয় প্রমাণের একই অভাব দেখা যায়, যেমন ঈশ্বরের আদেশের জায়গা পূরণ করার জন্য অলৌকিক ঘটনা গড়ে তোলা পোপীয় নেতাদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল। 'রবিবার-সাবাথ' লঙ্ঘনের জন্য ঈশ্বরের বিচার মানুষের ওপর নেমে আসে—এ কথা আবারও বলা হবে; ইতিমধ্যেই তা জোর দিয়ে বলা শুরু হয়েছে। আর রবিবার পালন বাধ্যতামূলক করার একটি আন্দোলন দ্রুত জোর পাচ্ছে।

তার চতুরতা ও কূটবুদ্ধিতে রোমান চার্চ বিস্ময়কর। সে কী ঘটতে যাচ্ছে তা পড়ে নিতে পারে। প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলি মিথ্যা বিশ্রামদিনকে গ্রহণ করার মাধ্যমে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে এবং অতীত দিনে যে উপায়গুলো সে নিজে ব্যবহার করেছিল, সেগুলোর মাধ্যমেই সেটি বিলবৎ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে—এ কথা দেখে সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। সত্যের আলো যাঁরা প্রত্যাখ্যান করেন, তারা শেষ পর্যন্ত এই আত্মঘোষিত অভ্রান্ত ক্ষমতার সহায়তা চাইবে এমন এক প্রতিষ্ঠানকে উচ্চে তুলে ধরতে, যার উৎপত্তি তার থেকেই। এই কাজে প্রোটেস্ট্যান্টদের সাহায্যে সে কত সহজে এগিয়ে আসবে, তা অনুমান করা কঠিন নয়। গির্জার প্রতি অবাধ্যদের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করতে হয়, পোপীয় নেতাদের চেয়ে ভালো আর কে বোঝে?

বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা সব শাখা-প্রশাখাসহ রোমান ক্যাথলিক চার্চ পোপাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন এক বিশাল সংগঠন, যা পোপাসনের স্বার্থসেবার উদ্দেশ্যে গঠিত। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে এর লক্ষ লক্ষ বিশ্বাসীকে শেখানো হয় যে তারা পোপের প্রতি আনুগত্যে আবদ্ধ। তাদের জাতীয়তা বা সরকার যাই হোক না কেন, চার্চের কর্তৃত্বকে তারা সকল অন্য কর্তৃত্বের ঊর্ধ্বে গণ্য করবে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ তারা গ্রহণ করতে পারে বটে, কিন্তু এর অন্তরালে থাকে রোমের প্রতি আজ্ঞাপালনের প্রতিজ্ঞা, যা তার স্বার্থের পরিপন্থী এমন প্রতিটি অঙ্গীকার থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—সে কৌশলী ও অবিচল প্রচেষ্টায় জাতিগুলোর কার্যাবলিতে নিজেকে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছে; এবং একবার পা জমাতে পারলে, রাজা-প্রজার সর্বনাশ হলেও নিজের লক্ষ্য অগ্রসর করেছে। খ্রিস্টাব্দ ১২০৪ সালে, পোপ ইনোসেন্ট তৃতীয় আরাগনের রাজা পিটার দ্বিতীয়ের কাছ থেকে নিম্নলিখিত অসাধারণ শপথ আদায় করেছিলেন: 'আমি, আরাগনীয়দের রাজা পিটার, ঘোষণা করছি এবং অঙ্গীকার করছি যে আমি আমার প্রভু পোপ ইনোসেন্ট, তাঁর ক্যাথলিক উত্তরাধিকারীগণ এবং রোমান গির্জার প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত ও আনুগত্যশীল থাকব; এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে আমার রাজ্য বিশ্বস্তভাবে সংরক্ষণ করব, ক্যাথলিক বিশ্বাস রক্ষা করব, এবং বিধর্মিতার কুনীতিকে দমন করব।' -জন ডাউলিং, The History of Romanism, b. 5, ch. 6, sec.

55. এটি রোমান পন্টিফের ক্ষমতা সম্পর্কে যে দাবিসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ— 'যে সম্রাটদের পদচ্যুত করা তার পক্ষে আইনসিদ্ধ' এবং 'যে তিনি প্রজাদের অধার্মিক শাসকদের প্রতি তাদের আনুগত্য থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন' -Mosheim, b. 3, cent. 11, pt. 2, ch. 2, sec. 9, note 17.

আর মনে রাখা যাক, রোমের গর্ব এই যে সে কখনো পরিবর্তিত হয় না। গ্রেগরি সপ্তম ও ইনোসেন্ট তৃতীয়ের নীতিমালাই আজও রোমান ক্যাথলিক চার্চের নীতি। আর শুধু শক্তি থাকলে, অতীত শতাব্দীগুলোর মতোই আজও সেগুলো সমান দৃঢ়তায় কার্যকর করত। প্রোটেস্ট্যান্টরা খুব কমই বোঝে তারা কী করছে, যখন তারা রবিবারকে মহিমান্বিত করার কাজে রোমের সাহায্য গ্রহণের প্রস্তাব দেয়। তারা যখন নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে বদ্ধপরিকর, রোম তখন তার ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে এবং হারানো প্রাধান্য ফিরে পেতে তৎপর। যদি একবার যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতিটি প্রতিষ্ঠিত হয় যে চার্চ রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে; ধর্মীয় পালনকে ধর্মনিরপেক্ষ আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে; সারকথা, চার্চ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বিবেকের ওপর আধিপত্য কায়েম করবে—তাহলেই এই দেশে রোমের বিজয় নিশ্চিত।

ঈশ্বরের বাক্য আসন্ন বিপদের বিষয়ে সতর্ক করছে; এটি উপেক্ষিত হলে, প্রোটেস্ট্যান্ট বিশ্ব রোমের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তা জানতে পারবে কেবল তখনই, যখন ফাঁদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খুব দেরি হয়ে যাবে। সে নীরবে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছে। তার মতবাদসমূহ বিধানসভাগৃহে, গির্জাগুলিতে এবং মানুষের হৃদয়ে তাদের প্রভাব বিস্তার করছে। সে সুউচ্চ ও বিশাল স্থাপনা গড়ে তুলছে, যার গোপন কুঠুরিতে তার পূর্বেকার নিপীড়নগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটবে। গোপনে এবং সন্দেহের উদ্রেক না করে সে নিজের উদ্দেশ্য অগ্রসর করার জন্য তার শক্তিকে মজবুত করছে, যাতে সময় এলে আঘাত হানতে পারে। তার কামনা কেবল সুবিধাজনক অবস্থান, এবং তা ইতিমধ্যেই তাকে দেওয়া হচ্ছে। রোমীয় শক্তির উদ্দেশ্য কী, আমরা শিগগিরই দেখতে ও অনুভব করতে পারব। যে কেউ ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করবে এবং তা মান্য করবে, সে এর ফলে নিন্দা ও নিপীড়নের শিকার হবে। মহা-বিবাদ, ৫৬৩-৫৮১।